খিদের জ্বালায় ছটফট করে আমেরিকার শিশুরাও

রাষ্ট্রসংঘের শিশুকল্যাণ সংক্রান্ত দপ্তর ইউনিসেফ ১৫ জুন প্রকাশ করেছে— 'রিপোর্ট কার্ড ১৪'। আমেরিকা সহ ইউরোপীয় ইউনিয়নের ধনী দেশগুলিতে শিশুরা কেমন আছে তা খতিয়ে দেখা হয়েছে এই রিপোর্টে। দেখা যাচ্ছে এসব দেশে গড়ে প্রতি পাঁচ শিশুর মধ্যে এক জন দারিদ্রের যন্ত্রণা ভোগ করে বড় হচ্ছে, প্রতি আট জনে এক জনের প্রতিদিন খাবার জোটার নিশ্চয়তা নেই।

কয়েকটি বিষয়, যেমন দারিদ্র, ক্ষুধা ও খাদ্য নিরাপত্তা, সুস্বাস্থ্য, শিক্ষা, ভাল থাকা, বৈষম্য, শান্তিপূর্ণ সমাজ ইত্যাদিকে সূচক ধরে তৈরি হয়েছে এই রিপোর্ট। দেখা যাচ্ছে, মোট ৪১টি দেশের মধ্যে প্রতিটি সূচকেই যথেষ্ট পিছনের দিকে রয়েছে বিপুল অর্থ ও অত্যাধুনিক অস্ত্রে বলীয়ান বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বড় সর্দার আমেরিকা।

দারিদ্র সূচকটি মাপা হয়েছে পারিবারিক আয়কে মাপকাঠি ধরে। রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, আমেরিকার ২৯.৪ শতাংশ শিশুই বাস করে দেশের গড় আয়ের ৬০ শতাংশেরও কম আয় সম্পন্ন পরিবারে।

গরিব মানুষকে বেশি করে সামাজিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে, কর-কাঠামো পাল্টে আর্থিক বৈষম্য কমানোর বিষয়টিকেও একটি মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার করেছে ইউনিসেফ। তাদের রিপোর্ট বলছে, এতেও ডাহা ফেল আমেরিকা। সে পেয়েছে ৩২তম স্থান। একই বিষয়ে আরেকটি হিসাব— দেশের সমস্ত পরিবারগুলির গড় আয় ও সবচেয়ে দরিদ্র ১০ শতাংশ পরিবারের গড় আয়ের পার্থক্য। এতে আমেরিকা রয়েছে ৩০তম স্থানে। ইউনিসেফের এই পরিসংখ্যান দেখিয়েছে, আমেরিকায় মানুষে মানুষে অর্থনৈতিক বৈষম্য কত ব্যাপক।

রিপোর্ট বলছে, আমেরিকায় ১৫ বছরের কম বয়সী প্রায় ২০ শতাংশ শিশুর প্রতিদিন দু'বেলা ভরপেট খাবার পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই।

শিশুশিক্ষার হাল কী আমেরিকায়? দেখা যাচ্ছে, ১৫ বছরের কম বয়সী ৩৩.৬ শতাংশ শিশুর রিডিং পড়া, অঙ্ক ও বিজ্ঞানে ন্যূনতম জ্ঞানও নেই।

শিশুমৃত্যুর হারেও এগিয়ে রয়েছে আমেরিকা। ইউনিসেফের হিসাবে ধনী দেশগুলিতে জন্মের ২৮ দিনের ভিতরে মৃত শিশুর গড় হার যেখানে ১ হাজারটির মধ্যে ২.৮টি, আমেরিকায় সেখানে এই হার ৪।

সমাজ কতটা শান্তিপূর্ণ তার সূচক হিসাবে ইউনিসেফ শিশুহত্যার ঘটনাকে মাপকাঠি ধরেছে। ১৯ বছর বয়স পর্যন্ত কতজন ছেলেমেয়েকে হিংসার শিকার হয়ে মরতে হচ্ছে, ৪১টি দেশে তার গড় দাঁড়িয়েছে ০.৬৫ শতাংশ। আমেরিকায় এই গড় যথেষ্ট বেশি, প্রায় ৩ শতাংশ। তাও এই হিসাবে আমেরিকায় সর্বব্যাপক বর্ণবিদ্বেষ ও গায়ের রঙের কারণে হেনস্থা, এমনকী খুন করার ঘটনা ধরা হয়নি।

ইউনিসেফের সাম্প্রতিক এই রিপোর্ট আমেরিকার তথাকথিত প্রাচুর্যের পর্দাকে একটানে সরিয়ে দিয়ে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের দৈন্যদশাকে স্পষ্ট করে দিল। দেখিয়ে দিয়ে গেল, জাতীয় আয়ের হিসাবে একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র যত ধনীই হোক, দেশের ভিতরে মানুষে মানুষে বিপুল অর্থনৈতিক বৈষম্যের কদর্যতা তার ধনগৌরবকে ছাপিয়ে উঠবেই।